ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দ্বায়িত্ব গ্রহণ করলেন এম এ মজিদ

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ। আজ সোমবার (১৬ মার্চ) দুপুরে জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ তাকে দ্বায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। এ সময় পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল রবিবার দেশের ৪২টি জেলায় জেলা পরিষদ প্রশাসক হিসেবে ৪২ জনকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের জেলা পরিষদ শাখার উপসচিব খোন্দকার ফরহাদ আহম্মেদ রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেন।

ঝিনাইদহ প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পান জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ। স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন ও জেলার সার্বিক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন নবনিযুক্ত প্রশাসক মজিদ।

ঈদকে ঘিরে বাজারে জাল নোটের ছড়াছড়ি

আসন্ন ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে ঝিনাইদহসহ আশপাশের জেলাগুলোতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে জালনোট চক্র। ঈদের আগে বাজারে লেনদেন বাড়ার সুযোগ কাজে লাগিয়ে এসব চক্র জাল টাকা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এতে সাধারণ ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা প্রতারণার ঝুঁকিতে পড়ছেন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, এসব চক্র অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জালনোট তৈরি করছে, যা সাধারণ

মানুষের পক্ষে সহজে শনাক্ত করা কঠিন। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজ শুরু করেছে।

জানা গেছে, জালনোটের কারবার এখন আর পাড়া-মহল্লার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেও চলছে এ টাকার রমরমা ব্যবসা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউবে খোলা হয়েছে শতাধিক পেজ। এসব পেজে দেওয়া হচ্ছে নানা ধরনের অফার। লোভনীয় এসব অফারে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করছে সংঘবদ্ধ চক্র। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঝিনাইদহসহ আশপাশের জেলায় ক্রেতাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে এসব নকল টাকা।

এক লাখ টাকার জালনোট বিক্রি করা হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকায়। ১০০ টাকা থেকে শুরু করে সব ধরনের নোট সরবরাহ করছে চক্রটি। এসব নোট এতটাই নিখুঁত যে সহজে আসল-নকল বোঝা যায় না।

সূত্র জানায়, অল্প সময়ে বড়লোক হওয়ার লোভে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীও এই কারবারে জড়িয়ে পড়ছে। ঈদের আগে পোশাক, খাদ্যপণ্যসহ বিভিন্ন খাতে কেনাকাটা বেড়ে যায়। এই সময়কে লক্ষ্য করে কাপড় বাজারসহ বিভিন্ন হাটবাজারে লেনদেনের সময় জালনোট চালানোর ঘটনা বেশি ঘটছে। বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের তাড়াহুড়োকে কাজে লাগিয়ে ৫০০ ও ১ হাজার টাকার জালনোট চালিয়ে দেওয়া হয়। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা।

শহরের কেপি বসু সড়কের কাপড় ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, “এক ব্যক্তি দোকানে এসে ৭ হাজার টাকার মূল্যের দুটি শাড়ি কেনেন। সবগুলোই নতুন টাকার নোট দেন। পরে ওই ব্যক্তি চলে গেলে জানতে পারি ৭ হাজার টাকার মধ্যে ৪ হাজার টাকাই জালনোট।”

পায়রা চত্বর এলাকার ফল ব্যবসায়ী কাওসার আলী বলেন, “ইফতারের কিছুক্ষণ আগে দুই যুবক মোটরসাইকেলে করে ফল কিনতে আসে। তারা ২ হাজার ৫০০ টাকার ফল কিনে নিয়ে যায়। পরে আড়তে টাকা দিতে গেলে মালিক বলেন ১ হাজার টাকার দুটি নোট জাল। তখন বুঝতে পারি ওই যুবকেরা জালনোট দিয়ে গেছে।”

অপরাধ বিশ্লেষক মো. লিয়াকত হোসেন বলেন, “বিভিন্ন উৎসব এলেই জালনোট চক্রের তৎপরতা বেড়ে যায়। তারা মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের টার্গেট করে। এতে প্রান্তিক ব্যবসায়ীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঈদের মৌসুমে প্রশাসনের নজরদারি আরও কঠোর করতে

হবে। পাশাপাশি বাজারে প্রযুক্তিগত সক্ষমতাও বাড়াতে হবে। না হলে এ ধরনের অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে।”

সোনালী ব্যাংক ঝিনাইদহ শাখার উপ-ব্যবস্থাপক বসির উদ্দিন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, “আসল টাকার নোট শনাক্ত করার জন্য কয়েকটি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন জলছাপ, নিরাপত্তা সুতা ও রং পরিবর্তনশীল কালি। এসব বৈশিষ্ট্য যাচাই করলে জালনোট শনাক্ত করা সহজ হয়। তবে ঈদের বেচাকেনার সময় ব্যবসায়ীদের হাতে সময় কম থাকে। এজন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার কাজটি দক্ষ লোক দিয়ে করা উচিত।”

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ র্যাব ক্যাম্পের অধিনায়ক মেহেদি ইমরান সিদ্দিকি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, “জালনোট কারবারের সঙ্গে জড়িত চক্রগুলোকে শনাক্ত করতে ইতোমধ্যে গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। আমাদের সাইবার মনিটরিং টিম জালনোটের বিজ্ঞাপনদাতাদের বিষয়ে অনলাইনে কাজ করছে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রতারক চক্রের বিষয়ে আমরা তথ্য পেয়েছি।”

তিনি আরও বলেন, “এ ধরনের প্রতারণার সঙ্গে জড়িতদের কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না। শিগগিরই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আটক করে আইনের আওতায় আনা হবে।”

ঝিনাইদহে পেঁয়াজের বাম্পার ফলন, বাজারে নেই ন্যায্য দাম

দেশের অন্যতম পেঁয়াজ উৎপাদনকারী এলাকা ঝিনাইদহের শৈলকুপায় এ বছর পেঁয়াজের ভালো ফলন হলেও ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় চরম হতাশায় পড়েছেন চাষিরা। মাঠভর্তি পেঁয়াজ থাকলেও বাজারে দাম কম থাকায় উৎপাদন খরচই তুলতে পারছেন না অধিকাংশ কৃষক। ফলে লাভ তো দূরের কথা, অনেকেই লোকসানের আশঙ্কায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

কৃষকেরা জানান, এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করতে বীজ, সার, সেচ ও শ্রমিকসহ অন্তত ৩৫ থেকে ৪৫ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। কিন্তু

বাজারে দাম কম থাকায় সেই খরচ তুলতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে। অনেক কৃষক বাধ্য হয়ে কম দামে পেঁয়াজ বিক্রি করছেন, আবার কেউ কেউ দাম বাড়ার আশায় ঘরে মজুত করে রাখছেন।

জানা গেছে, চলতি মৌসুমে অনুকূল আবহাওয়ার কারণে শৈলকুপা উপজেলায় পেঁয়াজের উৎপাদন বিগত বছরের তুলনায় বেশ ভালো হয়েছে। তবে বাজারে সরবরাহ বেশি হওয়ায় শুরুতেই দাম পড়ে গেছে। পাইকারি বাজারে প্রতিমণ পেঁয়াজের দাম অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচের নিচে নেমে এসেছে। এতে করে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা।

কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, এ বছর শৈলকুপা উপজেলায় ১২ হাজার ৮৪৬ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের চাষ করা হয়েছে। প্রতিমণ পেঁয়াজ উৎপাদনে আকারভেদে খরচ হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৬৫০ টাকা পর্যন্ত। সম্প্রতি উপজেলার বেশ কয়েকটি বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রতিমণ পেঁয়াজ ৮০০ থেকে ১ হাজার ১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

আওধা গ্রামের কৃষক আব্দুর রহিম বলেন, “এত কষ্ট করে এ বছর পেঁয়াজ চাষ করলাম, কিন্তু বাজারে এসে দেখি দাম নেই। খরচের টাকাই উঠছে না। পেঁয়াজের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাড়ানো এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় কার্যকর উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে। তা না হলে আগামী বছর থেকে আর পেঁয়াজ চাষ করব না।”

লাঙ্গলবাঁধ বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি করতে আসা কৃষক রমজান আলী বলেন, “সার, বীজ, কীটনাশক ও সেচ খরচ মিলিয়ে প্রতিমণ পেঁয়াজে প্রায় ১ হাজার ৫০০ টাকা খরচ হয়েছে। এখন বাজারে এসে বিক্রি করতে হচ্ছে ৯৫০ থেকে ১ হাজার ১০০ টাকায়। এই লোকসান নিয়ে আমাদের মতো কৃষকদের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।”

শৈলকুপার ভাটইবাজারের আড়তদার জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, “বর্তমানে পেঁয়াজ কিনে দেশের বিভিন্ন মোকামে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হচ্ছে আমাদের। সেখানে মোটা অঙ্কের টাকা লোকসান দিয়ে পেঁয়াজ বিক্রি করতে হচ্ছে। এ বছর চাহিদার তুলনায় পেঁয়াজ বেশি উৎপাদন হয়েছে। ফলে যত দিন যাচ্ছে দাম কমছে। তবে সামনে ঈদুল ফিতরে চাহিদা বাড়বে বলে আশা করছি। সেই সঙ্গে পেঁয়াজের দামও কিছুটা বাড়তে পারে।”

এ ব্যাপারে শৈলকুপা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান স্বদেশ প্রতিদিনকে বলেন, “আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এ বছর পেঁয়াজের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু ন্যায্যমূল্য না পেয়ে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বাজার ব্যবস্থাপনা অনেকগুলো বিষয়ের

ওপর নির্ভর করে। চাষিদের সুবিধার্থে উৎপাদিত পণ্যের একটি নির্ধারিত মূল্য থাকা প্রয়োজন। তা না হলে এ উপজেলায় পেঁয়াজের উৎপাদন ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়বে।”

শৈলকুপার ১৮৪০ কৃষক পাবেন ‘কৃষি কার্ড’

দেশের প্রান্তিক চাষিদের ভাগ্যোন্নয়নে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডের আদলে সারা দেশে চালু হতে যাচ্ছে ‘কৃষি কার্ড’।

দেশের আটটি বিভাগের নয়টি উপজেলায় প্রাথমিকভাবে চালু হচ্ছে ‘কৃষি কার্ড’ কর্মসূচি। এরমধ্যে রয়েছে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা। প্রি পাইলটিং হিসেবে উপজেলার আবাইপুর ইউনিয়নের কৃপালপুর ব্লকের ৬টি গ্রামে প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছে কৃষি কার্ডের তথ্য সংগহ। পাচপাখিয়া, কৃপালপুর, যুগনী, বাগনী, চরবাগনী, পদ্মনগর গ্রামের কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ করতে মাঠে কাজ করছেন উপজেলা কৃষি বিভাগ।

শৈলকুপা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আরিফুজ্জামান বলেন,‘চলতি মাসের মধ্যে কৃষকদের তথ্য সংগ্রহ শেষ করতে হবে। এরপর এপ্রিল মাসের ৭ তারিখের মধ্যে কার্ড তৈরি করতে হবে। আর পয়লা বৈশাখে কার্ড বিরতণ করবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। প্রাথমিকভাবে এই উপজেলায় ১৮৪০ জন কৃষক এই ‘কৃষি কার্ড পাবে, যা পরবর্তিতে পর্যায়ক্রমে আরও বাড়বে।

ঝিনাইদহে লাশ নিয়ে বিএনপির

বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি স্ট্রোকে মৃত্যু, গ্রেপ্তার ৩

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামে বিএনপি ও জামায়াতের সংঘর্ষে নিহত কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীর লাশ নিয়ে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি। অন্যদিকে স্ট্রোকে মৃত্যুর দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছে জামায়াতে ইসলামী ঝিনাইদহ সদর শাখা।

শনিবার (১৪ মার্চ) বেলা ১২টার দিকে ঝিনাইদহ মর্গ থেকে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিএনপি। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে হামদহ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, দলটির নেতাকর্মী ছাড়াও নিহতের স্বজনরা বক্তব্য রাখেন।

সে সময় জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ বলেন, জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীকে মাথায় আঘাত করে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে। সিটি স্ক্যানে তার মাথায় আঘাতের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তারা ইনসাফের লেবাস পরে করে বে-ইনসাফ। ওরা একটি বেইমান মুনাফেক দল। আমরা এই ন্যাক্কারজনক হত্যার বিচার চাই।

এদিকে তরু মুন্সীর মৃত্যু স্ট্রোকজনিত কারণে হয়েছে বলে দাবি করেছে জামায়াত।

শনিবার দুপুরে জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে সদর উপজেলা জামায়াতের থানা আমীর ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, মাধবপুর গ্রামে মহিলা জামায়াতের ইফতার মাহফিল ছিল। সেখানে বিএনপির লোকজন গিয়ে নারীদের মারধর ও শ্লীলতাহানি করে। যে কারণে স্থানীয় জামায়াত নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এতে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। তরু মুন্সীর গায়ে কেউ আঘাত করেনি। তিনি হার্টের রোগী, তার মৃত্যু স্ট্রোকজনিত কারণে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ড. হাবিবুর রহমান।

তিনি আরও বলেন, তরু মুন্সী শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মারামারির কারণে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে স্ট্রোক করেন। যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু নিয়ে অপ-রাজনীতি করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে তাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও দোকানপাট ভাঙচুর

করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামে জামায়াতের মহিলা শাখার পক্ষ থেকে ইফতারের আয়োজন করা হয়। দুপুরে ইফতারের আয়োজন নিয়ে নারী কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে মহিলা কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীর অবস্থা গুরুতর হলে তাকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। সেখানে রাত ৮টার দিকে মারা যান তরু মুন্সী। নিহত তরু ইউনিয়ন কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেন (অর্থ ও প্রশাসন) জানান, তরু মুন্সীর ছেলে শিপন মিয়া ৫১ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন এবং সেই মামলায় এ পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে সাড়ে ৭ হাজার অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঝিনাইদহে সাড়ে ৭ হাজার দরিদ্র-অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে শহরের আরাপপুরে জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ ও জোহান পরিবারের পক্ষ থেকে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

সকালের প্রথম প্রহর থেকেই শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী-পুরুষ ও বয়স্ক মানুষ খাদ্য সহায়তা নিতে আরাপপুর এলাকায় জড়ো হন। অনেকেই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রতিটি পরিবারের জন্য ৮ কেজি চাল, ১ কেজি চিনি এবং আধা

কেজি সেমাই প্রদান করা হয়, যা পেয়ে উপকারভোগীরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

আয়োজকরা জানায়, সমাজের অসহায় ও নিম্নআয়ের মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের মানবিক

কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলেও তারা জানান।

শৈলকুপায় জমির মামলা চলাকালেই তৃতীয় পক্ষের দেয়াল নির্মাণের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই বিবাদী জেলহাজতে থাকার সুযোগে বিতর্কিত জমিতে জোরপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালী দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে। একাধিক মামলা চলমান থাকা সত্ত্বেও এসব তোয়াক্কা না করে তারা নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

মামলার বিবরণ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, শৈলকুপা উপজেলার মহেশপুর মণ্ডলপাড়া গ্রামের আনোয়ারুল ইসলামের সঙ্গে একই গ্রামের মৃত জাফর ইকবালের ছেলে শাহ আলম সাগর ও সবুজ হোসেনসহ তাদের পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছে। এ বিরোধের জেরে আনোয়ারুল ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে চাঁদা দাবি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর অভিযোগ আনেন।

পরে আনোয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে দ্রুত বিচার আইনে একটি মামলা দায়ের করেন (মামলা নং—শৈল: দ্রুত, সি/আর-৫২/২৫)। মামলার প্রেক্ষিতে পুলিশ শাহ আলম সাগর ও সবুজ হোসেনকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠায়।

অভিযোগ রয়েছে, তারা জেলহাজতে থাকার সুযোগে তাদের সহযোগীরা

বিরোধপূর্ণ ওই জমি দখল করে সেখানে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেছেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা শৈলকুপা থানায় একাধিক লিখিত অভিযোগ দিলেও এখন পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তারা।

এ বিষয়ে শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, জমিসংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকলে সেখানে কোনো ধরনের নির্মাণকাজ করার সুযোগ নেই। এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত পুলিশ পাঠিয়ে নির্মাণকাজ বন্ধ করা হবে এবং আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা হত্যার বিচারের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে তেল পাম্পে তেল কেনা নিয়ে বাক-বিতন্ডার জেরে কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ফারদিন আহম্মেদ নিরব হত্যার বিচারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (১০ মার্চ) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে সম্মিলিত ছাত্র ঐক্য।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ, নিহত নিরব হোসেনের স্বজন ও ছাত্ররা অংশ নেয়। সেসময় সাবেক ছাত্রনেতা মেহেদী হাসান রাজু, ছাত্র মজলিসের সভাপতি উসামা হক, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের জেলা সভাপতি আব্দুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, ছাত্র নেতা নিরব হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে জড়িতদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী করেন। একই সাথে বাসে আগুন দেওয়ার

ঘটনায় আটক বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের ৭ নেতাকর্মীর মুক্তি দাবী করেন এবং টার্মিনালে গাড়ি পোড়ানোর সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজ জনসমুখ্যে আনার দাবী জানান।

উল্লেখ, গত শনিবার রাতে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকার তাজ ফিলিং স্টেশনে পেট্রোল কেনা নিয়ে বাক-বিতন্ডার জেরে কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত হয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহের যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ফারদিন আহম্মেদ নিরব। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা একটি পাম্প ও কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ৩ টি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। এখন পর্যন্ত হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৩ জন ও তেল পাম্প এবং বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় ৭ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

বাসে অগ্নিসংযোগের মামলায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি-সম্পাদকসহ ৭ নেতা গ্রেপ্তার

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক নেতা ফারদিন আহম্মেদ নিরব হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা তিনটি বাসে অগ্নি সংযোগের ঘটনায় ঝিনাইদহ জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি সাইদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান জীবনসহ সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে গয়েন্দা পুলিশ। পেট্রোল পাম্প ভাঙচুর ও তিনটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের করা পৃথক দুটি মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

সোমবার দুপুরে ঝিনাইদহ সদর থানায় বাস মালিকের পক্ষে সাইফ নোমান এবং সৃজনী ফিলিং স্টেশনের পক্ষে শামসুল কবীর মিলন বাদী হয়ে মামলা দুটি করেন। জেলা পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন ঝিনাইদহ জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সভাপতি সাইদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান জীবন, যুগ্ম আহ্বায়ক এজাজ হাসান, অন্তর মাহমুদ, ‘দ্য রেড জুলাই’- এর আহ্বায়ক আবু হাসনাত তানাঈম, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হুমায়ন কবির, তাশদিদ হাসান ও রাসেল।

পুলিশের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৭ মার্চ ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদের মালিকানাধীন ‘তাজ ফিলিং স্টেশন’-এ তেল নিতে গিয়ে কর্মচারীদের হামলার শিকার হয়ে নিহত হন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী ফারদিন আহম্মেদ নীরব।

নীরব হত্যার পর উত্তেজিত নেতাকর্মীরা একই মালিকের ‘সৃজনী ফিলিং স্টেশন’-এ হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেন। পুলিশের দাবি, ঘটনার দিন রাত সোয়া তিনটার দিকে বাস টার্মিনালে দাঁড়িয়ে থাকা ‘রয়েল পরিবহন’-এর দুটি ও ‘জে-লাইন পরিবহন’-এর একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সিসিটিভি ফুটেজ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে হামলাকারীদের শনাক্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এর আগে নিরব হত্যা মামলায় ৩জন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বষয়টি নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক তারেক রেজা বলেন, আমরাও চাই প্রকৃত অপরাধীর বিচার হোক। তবে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে অনেকেই নিরপরাধ। হত্যার ঘটনার চেয়ে ভাঙচুরের বিষয়টিকে বড় করে দেখা হলে তা হবে দুঃখজনক। আমরা চাই সঠিক তদন্তের মাধ্যমে নিরপরাধ কেউ যেন হয়রানির শিকার না হন।

ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কে জায়গা পাচ্ছে ইটের সলিং!

দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়ক। যেখানে থাকার কথা মসৃণ পিচঢালা সড়ক, সেখানে দেখা যাচ্ছে ইটের সলিং। কোথাও পুরো রাস্তা জুড়ে, কোথাও আবার বড় বড় গর্ত ভরাটে

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, “মহাসড়কে ইটের সলিং কোনোভাবেই টেকসই বা নিরাপদ সমাধান নয়। ভারী যানবাহনের চাপ সহ্য করার মতো শক্তি ইটের স্তরে থাকে না। ফলে দ্রুত ক্ষয় হয় এবং সড়ক আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা দেখেছি সরকার বিগত সময়ে সড়ক-মহাসড়ক সংস্কারের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়ক সংস্কারের কোনো উদ্যোগ নেয়নি সংশ্লিষ্টরা।”

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হাফিজুর রহমান বলেন, “ওই সময়ে মহাসড়ক সংস্কারের জন্য আমাদের যথাযথ বরাদ্দ ছিল না। তাই মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে চলাচল সচল রাখতে সাময়িকভাবে ইটের সলিং দেওয়া হয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “ইতোমধ্যে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের উন্নয়ন কাজের জন্য বরাদ্দ চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। বরাদ্দ পেলে শিগগিরই ঠিকাদার নিয়োগ করে সংস্কারকাজ শুরু করা হবে।”